দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 APR 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করুন

ইংরেজ আমলের অবিভক্ত বাংলাদেশের এক সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রংপুরের কারমাইকেল কলেজ। উত্তরবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার যেসব প্রতিষ্ঠান অসামান্য খ্যাতির অধিকারী সেগুলোর মধ্যে কারমাইকেল কলেজ অন্যতম। ১৯১৬ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সুদীর্ঘ সত্তর বছরেরও বেশী সময় ধরে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি উচ্চ শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য বৃহত্তর রংপুর জেলাবাসী দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এই দাবীতে সোচ্চার। পাকিস্তান আমলেও কারমাইকেল কলেজকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার দাবী ছিল।

বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া ও রংপুর জেলার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম প্রধান অন্তরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরবর্তী স্থানে অবস্থান। শুধু দূরত্ব নয় প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে উল্লেখিত জেলাসমূহের অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষে তাদের ছেলেমেয়েদের রাজশাহীতে রেখে পড়ালেখার ব্যয়ভার বহন করা ও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্জন করানো সম্ভবপর হয় না। এতে মেধার বিপুল অপচয় [illegible] হয়। কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার অন্যতম প্রধান যুক্তি— এই কলেজটি বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া ও রংপুর জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়ার জেলাগুলোর সংগে রংপুরের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ভাল। উপরন্তু, কারমাইকেল কলেজের প্রাকৃতিক অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার অনুকূলে।

রংপুর শহরের কোলাহলময় পরিবেশ থেকে তিন মাইল দূরে গ্রামীণ পরিবেশে কারমাইকেল কলেজ অবস্থিত। একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ছাত্রাবাস, শিক্ষা ভবন ও প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণে যে জমি প্রয়োজন তা কারমাইকেল কলেজের আছে। কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হলে বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া ও রংপুর জেলার অধিবাসীদের পক্ষে তাদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষাদানের পথ যেমন সুগম হবে, তেমনি উত্তরবঙ্গের এক বিপুল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের একটি ন্যায়সংগত দাবীও পূরণ হবে।

কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকল সংসদ সদস্য, সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষানুরাগী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সোচ্চার হবেন এবং কারমাইকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা করি।

—এ. এ. ফয়জুল কবীর।